**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৮৪

**আগামী দিনে সদরঘাট আরো ফিটফাট হবে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে সদরঘাটের চিরায়িত চিত্র বদলে গেছে। এখানেও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের আগে এটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। আগে আমাকে স্পিডবোটে শ্যামপুর থেকে সদরঘাটে আসতে হয়েছে। আমি সরাসরি রাস্তা দিয়ে এখানে আসতে পারিনি। কারণ গোলাপ শাহ্ মাজার থেকে এ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। এখন পদ্মা সেতুর কারণে সেই শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। আমরা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটিএ এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। মানুষের মধ্যে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি, তারা স্বাভাবিকভাবে লঞ্চে চলাচল করতে পারছে, কোনো ধাক্কাধাক্কি নেই ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এলাকা পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন।

সদরঘাটের কর্মীরা আগে ঘুমাতে পারতো না এখন একটু স্বস্তিতে আছে। নতুন নতুন পন্টুন ও গ্যাংওয়ে দেওয়া হয়েছে, পরিবেশ ধরে রাখার জন্য অনেক লঞ্চ মালিক ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করেছে। কারণ এই জায়গায় ভালো সার্ভিস দিতে না পারলে মানুষ বিমুখ হয়ে যাবে। যাত্রী সাধারণকে সেবা দেওয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে। মেট্রোরেলের সুবিধা পুরান ঢাকাবাসীও পাবে। মাল্টিমোডাল কানেকটিভিটির বিষয়ে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কাজ করছেন। বিগত পনেরো বছরে তিনি বাংলাদেশকে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উপহার দিয়েছেন। সদরঘাটের সাথে মেট্রোরেলের কানেকশন হয় সে বিষয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। ঢাকা শহরে বসবাসকারী দক্ষিণঞ্চালবাসীও মেট্রোরেলে করে সদরঘাট আসতে পারবে। এটা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাবে। সমন্বিত উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। সদরঘাটও এই সুবিধা পাবে। কাজেই পদ্মা এবং পায়রা বন্দর দক্ষিণাঞ্চলের চেহারা আগামী দিনে আরো পরিবর্তন হবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তাফা, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাজিদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব মোস্তফা কামাল, বিআইডব্লিউটিএ’র সদস্য সেলিম ফকির উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী সদরঘাটে নৌযান ও ঘাট কর্মীদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৮৩

**রাজবাড়ীতে ‘হার পাওয়ার’ প্রকল্পের আওতায় নারীদের**

**মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করেন রেলপথ মন্ত্রী**

রাজবাড়ী, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম আজ ‘হার পাওয়ার’ প্রকল্পের আওতায় ৭৫ জন নারীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট উপহার হিসেবে রাজবাড়ী জেলার নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে একটি করে ল্যাপটপ বিতরণ করেন।

আজ রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় ‘হার পাওয়ার’ প্রকল্পের মাধ্যমে ল্যাপটপ বিতরণ করেন মন্ত্রী।

ল্যাপটপ বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, আসন্ন ঈদুলফিতরে যাত্রীদের ট্রেন ভ্রমণে কোনো ধরনের ভোগান্তি হবে না। এখন পর্যন্ত ঈদযাত্রায় ট্রেন যাত্রীদের কোনো ভোগান্তির কথা শোনা যায়নি। ঈদ যাত্রা শুরু হয়েছে, এবারের ঈদ যাত্রায় সবাই নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে পারবেন। রেলের সীমিত সম্পদ দিয়ে যাত্রীদের জন্য ভালো ব্যবস্থাপনা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। এবারের ট্রেনে ঈদযাত্রা নিয়ে যাত্রীদের কোনো অভিযোগ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

রেলমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারীদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চিন্তাভাবনা করেন। নারীরা যেন স্বাবলম্বী হতে পারেন সেটা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য। এর জন্য তিনি নারীদের নিয়ে বিভিন্ন কাজ করছেন। স্কুল কলেজে যে ল্যাপটপগুলো দেওয়া হচ্ছে এগুলোর ব্যবহার সঠিক মতো করতে হবে। এই জায়গাটিতে কাজ করা দরকার যাতে এগুলো যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়।

অনুষ্ঠানে রাজবাড়ী-১ আসনের সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী, জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একে শফিকুল মোরশেদ আরুজ, পুলিশ সুপার জি. এম. আবুল কালাম আজাদসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

                                                     #

সিরাজ/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৮২

**বর্তমান সরকার গ্রাম শহরের ব্যবধান হ্রাসে কাজ করছে**

 **-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বলেছেন, বর্তমান সরকার গ্রামের সাথে শহরের ব্যবধান হ্রাসের জন্য পল্লী এলাকায় উন্নত রাস্তাঘাট এবং আধুনিক নাগরিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে করে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে ও সামাজিক গতিশীলতা বেড়েছে।

 আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কাজের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ও ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্যানারে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক নির্দেশনায় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কাজ সফলভাবে এগিয়ে চলছে। ফলে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বরিশাল জেলার সার্বিক উন্নয়নে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস কামনা করেন। এ ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

                                                     #

আহসান/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৮১

**তাসখন্দের গভর্নরের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

তাসখন্দ (উজবেকিস্তান), ৫ এপ্রিল :

উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম আজ তাসখন্দের গভর্নর শাভকত উমরাজাকভের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় গভর্নর অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 বাংলাদেশ-উজবেকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বন্ধন ও যোগসূত্রের বর্ণনা দিয়ে এ সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠতর ও প্রসারিত করতে ঐতিহাসিক শহর হিসেবে খ্যাত তাসখন্দ বিশেষ অবদান রাখতে পারে বলে রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন। বিশেষ করে দু’দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ সাংস্কৃতিক ও পর্যটন সহযোগিতা সম্প্রসারণে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তাসখন্দ শহরের অপার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি যোগ করেন। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভর্নরকে অবহিত করেন। ‘২১ ফেব্রুয়ারি’ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত তাসখন্দের একটি যথাযথ স্থানে শহিদ মিনার স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তিনি বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে তাসখন্দে পরিচিতি ও বিকাশে গভর্নরের সমর্থন কামনা করেন। বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের বর্তমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য ও ওষুধ আমদানি করতে তাসখন্দের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রদূত গভর্নরকে অনুরোধ করেন। দু’দেশের জনগণের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ এই সম্পর্ককে আরো মজবুত ও গভীর করতে তিনি তাসখন্দ ও ঢাকার শহরের মধ্যে ‘সিস্টার সিটি’ বিষয়ক একটি সহযোগিতা স্মারক করার ওপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন।

 তাসখন্দের গভর্নর শাভকত উমরাজাকভ ‘সিস্টার সিটি’ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। শহিদ মিনার স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। ব্যবসায়িক, বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন সহযোগিতাকে আরো গতিশীল করতে তিনি রাষ্ট্রদূতকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি দু’দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল বিনিময়ের কথা গুরুত্বসহকারে ব্যক্ত করেন।

                                                     #

শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৮০

**যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েও ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন**

**বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত**

 **-- তথ‌্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ‌্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েও বেতবুনিয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ প্রতিনিয়ত গড়ে তুলছেন তারই সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু স্থাপন করেছিলেন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, ২০১৮ সালের ১২ মে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর জন‌্য স্থাপিত ‘সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূকেন্দ্র বেতবুনিয়া বিকল্প নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র’ পরিদর্শনকালে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব পরিমণ্ডলে তথ‌্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সংযোগ স্থাপনে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র বেতবুনিয়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে নিবেদিত সৈনিক হিসেবে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন জুনাইদ আহমেদ পলক।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত এই ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র আজ আবার গুরুত্ব পেয়ে দেশ-বিদেশে পরিচিতি পাচ্ছে। বেতবুনিয়া কেন্দ্র শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১টি দেশের সঙ্গে টেলিফোন ডাটা কমিউনিকেশন, ফ্যাক্স, টেলেক্স ইত্যাদি আদান-প্রদান শুরু করা হয়। প্রায় ৩৫ হাজার ৯০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে শক্তিশালী অ্যান্টেনা দিয়ে বার্তা বা তথ্য আদান-প্রদানের কাজ সম্পাদিত হয়েছে ২০১৮ সালের পূর্বপর্যন্ত। তবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর এই কেন্দ্রের কার্যকারিতা আরো বেড়ে গেছে।

পরে জুনাইদ আহমেদ পলক রাঙ্গামাটি প্রধান ডাকঘর ও বিটিসিএল কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

                                                     #

শেফায়েত/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৭৯

**কোনো রাজনৈতিক দল অস্তিত্বের ভয়ে থাকলে আবোল তাবোল বলে**

 **---আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

বিএনপি রাজনৈতিক অস্তিত্বের ভয়ে আবোল তাবোল বলছে বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা পরিষদের সামনে ভারতের বিষয়ে বিএনপির অবস্থান সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

আনিসুল হক বলেন, কোনো রাজনৈতিক দল যখন অস্তিত্বের ভয়ে থাকে, তখনই তারা আবোল তাবোল বলে। বিএনপিও আবোল তাবোল বলছে, তা আমলে নেওয়ার কিছু নেই।

পরে তিনি উপজেলা অডিটোরিয়ামে ৮০ জন নারী উদ্যোক্তার মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। জেলা প্রশাসন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (হার পাওয়ার) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, কসবা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রাশেদুল কায়সার ভুইয়া জীবন, কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহরিয়ার মুক্তারসহ অনেকে।

#

রেজাউল/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৯০৬ ঘণ্টা

Handout Number : 4078

**Environment Minister distributed Eid gifts among 2200 families**

Dhaka, April 5 :

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said that there is no exemption for terrorists, oppressors of people, looters and land grabbers.  Administration and police have been instructed to maintain peace and order in the country. This government is the government of the common people, the government of every man. All citizens are treated equally. We will stand by the people in the future as well.

The Environment Minister said these things on Friday in the speech of the chief guest at the distribution of sarees and lungis as Eid gifts among about 1200 families of Ward No. 74 of Dhaka South City Corporation at Golarbari Bridge Nandipara.

The Environment Minister said that the government has stood by the backward, deprived people. They are being distributed daily necessities including rice, dal, potato, oil, semai, saree, lungi. Leaders and workers of Awami League are engaged in good work competition. Being with the people is important to them. We are trying to take people from darkness to light.

Dhaka South City Corporation ward no. 5 councilor Chitta Ranjan Das, first elected councilor ward no. 74 Abul Kalam Azad, Dhaka South City Corporation reserved women councilor Nasrin Ahmed and local Awami League and its organizational leaders were present at the time.

The Environment Minister then distributed clothes as Eid gifts among 1000 families of ward no. 73 of Dhaka South City Corporation at Manikdia Idrisia Dakhil Madrasa.

#

Dipankar/Shafi/Rafiqul/Salim/2024/18.40 Hrs.

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৭৭

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ মর্যাদায়**

**আগামীকাল উদ্‌যাপিত হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

আগামীকাল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও বর্নাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত র‌্যালি শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স, পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে শুরু করে হাইকোর্ট/শিক্ষা ভবন হয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে শেষ হবে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের মূল প্রতিপাদ্য ‘ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়ন, শেখ হাসিনার দর্শন।’

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে সকল ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া সাংবাদিক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তাসহ ক্রীড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, জাতীয় ক্রীড়া দিবস এর যে প্রতিপাদ্যটি নির্বাচন করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ ক্রীড়াঙ্গনের যতো বড় বড় অর্জন সবই শুভ সূচনা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। তিনি বলেন, খেলাধুলাকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি উদীয়মান খেলোয়াড় বাছাই এর লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রতিভা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুর্ধ্ব ১৭, শেখ রাসেল ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বঙ্গবন্ধু জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার প্রতিযোগিতা এবং শেখ রাসেল বিচ ফুটবল টুর্নামেন্ট। আয়োজিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ও বঙ্গবন্ধু আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের দেশে-বিদেশে উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ‘শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার’ প্রবর্তন করা হয়েছে।

#

আরিফ/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৭৬

**২২শ’ পরিবারের মাঝে পরিবেশমন্ত্রীর ঈদ উপহার বিতরণ**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সন্ত্রাসী, অত্যাচারকারী, চাদাবাজ ও ভূমি দখলকারীদের কোনো ছাড় নেই। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন ও পুলিশকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ সরকার সাধারণ মানুষের সরকার, প্রতিটি মানুষের সরকার। সকল নাগরিকের ন্যায় নিশ্চিতে কাজ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও আমরা জনগণের পাশে থাকবো।

আজ আসন্ন পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে গোলারবাড়ি ব্রিজ নন্দীপাড়ায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৪ নং ওয়ার্ডের প্রায় ১২ শ’ পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের চাল, ডাল, আলু, তেল, সেমাই, শাড়ি, লুঙ্গিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। জনগণের পাশে থাকাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিত্ত রঞ্জন দাস, ৭৪ নং ওয়ার্ডের প্রথম নির্বাচিত কাউন্সিলর আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর নাসরিন আহমেদসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী এরপর মানিকদিয়া ইদ্রিসিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৩ নং ওয়ার্ডের এক হাজার পরিবারের মধ্যে ঈদ উপহার হিসেবে বস্ত্র বিতরণ করেন।

                                                     #

দীপংকর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৭৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। এ সময় ৩০৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৭ হাজার ৯ জন।

                                                     #

দাউদ/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৭৪

**চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা**

**সভাপতি নীলুফার কায়সারের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত**

চট্টগ্রাম, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

আজ চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি নীলুফার কায়সারের পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য, প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ মরহুম আতাউর রহমান খান কায়সারের সহধর্মিণী এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খানের মাতা।

অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন নীলুফার কায়সার নারী, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সর্বজন প্রীতি ও পরোপকারিতার মূর্ত প্রতীক এই বিদুষী নারী ছিলেন পরিশীলিত রুচিবোধের অধিকারী ও অত্যন্ত সুগৃহিনী। মুক্তিযুদ্ধত্তোর ১৯৭২ সালে তিনি বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে ঐ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি চট্টগ্রাম নগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব ছাড়াও কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক জীবনে যেমন, তেমনি সমাজসেবার ক্ষেত্রেও সমগ্র চট্টগ্রামই ছিল নীলুফার কায়সারের বিস্তৃত চারণভূমি। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় খাসখামা গার্লস হাই স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসাবে ঐ এলাকার এতিম ও দরিদ্র কন্যা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থাকরণে ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেন তিনি। এছাড়া, সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ইনার হুইল ক্লাব অভ্ চিটাগং, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি স্কুল, মা ও শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, চট্টগাম জেলা ক্রীড়া পরিষদ, চট্টগ্রাম জাতীয় মহিলা সংস্থা, লায়ন্স কাব, লেডিজ ক্লাবসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নেতৃস্থানীয় পদে সফলতার সাথে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন নীলুফার কায়সার।

এক বর্ণাঢ্য কর্ম, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন রেখে নীলুফার কায়সার ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।

নীলুফার কায়সারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী দোয়া-মাহফিল, দুস্থ-এতিম ও রোগীদের মাঝে খাবার ও পোশাক বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

#

আলমগীর/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪০৭৩

**টিসিবি’র পণ্য বিতরণ প্রধানমন্ত্রীর একটি মহৎ উদ্যোগ**

 **-- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেছেন, টিসিবি’র পণ্য বিতরণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি মহৎ উদ্যোগ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। টিসিবি’র পণ্য বিতরণ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি অংশ।

সিনিয়র সচিব আজ খুলনা ডুমুরিয়া উপজেলার ১৩ নম্বর গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদে ট্রেডিং কর্পোরেশন অভ্‌ বাংলাদেশ কর্তৃক এপ্রিল মাসের কার্ডধারী টিসিবি’র পণ্য জনসাধারণের মাঝে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সচিব বলেন, টিসিবি কর্তৃক এককোটি নিম্ন আয়ের পরিবারকে চারটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অর্ধেক মূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ নতুন কর্মসূচি। ২০২২ সালের মার্চ মাসে চালু হয়েছে এবং পণ্য বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে। এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট পরিবার কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যপণ্য বিতরণ করা হবে। এর ফলে সঠিক কার্ডধারীরা প্রতারিত হবে না। সিনিয়র সচিব আরো বলেন, সারাদেশে স্মার্ট ফ্যামেলি কার্ড সম্পন্ন হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে কার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ নাজমুল হুসেইন খাঁন, খুলনা টিসিবি’র যুগ্মপরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান, ডুমুরিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আল-আমিন, ১৩ নম্বর গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ তুহিনুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ডুমুরিয়া উপজেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব পাঁচশত ১৮ জন কার্ডধারী জনসাধারণের মাঝে টিসিবি’র পণ্য বিতরণ করেন। পণ্যের মধ্যে ছিল পাঁচ কেজি চাল, এক কেজি চিনি, দুই কেজি মসুরির ডাল ও দুই লিটার সয়াবিন তেল। যার প্যাকেজ মূল্য পাঁচশত ৪০ টাকা।

#

ফেরদৌস/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬২০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৭২

**খাগড়াছড়িতে বর্ণিল আয়োজনে ৫দিনব্যাপী বৈসাবি উৎসবের উদ্বোধন করলেন পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাৎপদ মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, দেশের মানুষের সাথে আমাদের পার্বত্য মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তুলে ধরতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা চাই সকল জাতি গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মাঝে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করা।

আজ খাগড়াছড়ি সদরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ‘বৈসাবি উৎসব ও বাংলা নববর্ষ ১৪৩১’ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‌্যালির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশে বৈসাবির এই বিচিত্র বর্ণিল উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সকল ভাষাভাষি, সকল ধর্ম ও সকল সংস্কৃতির মাঝে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক ছাতার নিচে সকল জাতি গোষ্ঠী সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে সহাবস্থানে থেকে আমরা সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমরা কাজ করে এগিয়ে যেতে চাই-এই হউক আমাদের অঙ্গীকার।

কুজেন্দ্র লাল আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষ্টি সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও এর ধারা অব্যাহত রাখতেই রাজধানী ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছেন। আমরা দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত থেকে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে চাই। তিনি বলেন, সম্প্রীতির বন্ধনে সকলে মিলে পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবো।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই প্রু চৌধুরী অপুর সভাপতিত্বে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ২০৩ পদাতিক ব্রিগেড ও খাগড়াছড়ি জেলা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরীফ মোঃ আমান হাসান, ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাইসুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি জেলার ডিজিএফআই কমান্ডার কর্নেল আব্দুল্লাহ মোঃ আরিফ, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান, খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, খাগড়াছড়ি বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোঃ নাজমুল হক, খাগড়াছড়ি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুমন চৌধুরী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শানে আলম ও খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক জিতেন চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী বর্ণিল সাজে সজ্জিত বৈসাবি আনন্দ র‌্যালিতে যোগ দেন। বৈসাবি বাংলাদেশের তিন পাহাড়ী জাতিগোষ্ঠীর বর্ষবরণ উৎসব। বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু এই তিন নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে বৈসাবি নামের উৎপত্তি। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে বাংলা নববর্ষ।

#

রেজুয়ান/শফি/রফিকুল/আব্বাস/২০২৪/১৬৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭১

**ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সকল প্রকার মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল সিস্টেম চালু করেছে। ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সকল প্রকার মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থী যেকোন স্থানে অবস্থান করে অনলাইনে সম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের নিমিত্ত অনলাইনে পছন্দসই প্রচলিত কার্যকর পদ্ধতিতে জামানত প্রদান করতে পারবেন। প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে মনোনয়নপত্র দাখিল করে প্রার্থীর সময় বাঁচবে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল সংক্রান্ত সিস্টেমের লিঙ্ক www.ecs.gov.bd নোটিশ বোর্ড ‘অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল’ অথবা onss.ecs.gov.bd তে গিয়ে সরাসরি অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল সিস্টেম এক্সেস করা যাবে।

অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিষয়াবলী হচ্ছে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে এনআইডি যাচাই এবং চেহারা সনাক্তকরণ করা হয়। রেজিস্ট্রেশন সফলভাবে সম্পন্ন হলে যে মোবাইল নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে সেখানে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে, যা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রদত্ত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে হবে। ড্যাশবোর্ডের সর্বডানে ‘প্রক্রিয়া’ অংশে ‘এডিট’ বাটনে ক্লিক করে বামপাশের মেনু হতে পর্যায়ক্রমে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর অংশ, প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি, প্রার্থীর হলফনামা ও প্রার্থীর ফাইল সংযুক্তিকরণ ধাপসমূহ এবং জামানত প্রদান সম্পন্ন করতে হবে। চেহারা সনাক্তকরণ ও অনলাইনে জামানত প্রদানের বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকে প্রায় সমগ্র প্রক্রিয়াটিই ম্যানুয়াল/পূর্বতন পদ্ধতিতে হার্ডকপি ফরম এর অনুরুপ। চূড়ান্তভাবে দাখিল করার আগে পূরণকৃত মনোনয়নপত্র বারংবার পরীক্ষা করে প্রয়োজনে এডিট করতে হবে, সঠিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হলে মোবাইলে বার্তার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

রিটার্নিং কর্মকর্তা অনলাইনে আবেদনকৃত প্রার্থীর দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার, নিশ্চিতকরণ, যাচাই-বাছাই, আপিল, প্রার্থীতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করবেন। প্রদত্ত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করে প্রার্থী যেকোন সময় তার দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের আপডেট জানতে পারবেন; পাশাপাশি মোবাইলে বার্তা প্রাপ্ত হবেন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রার্থীর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন ধাপে যাচিত এনআইডি নম্বর প্রদান করলে উক্ত এনআইডি’র বিপরীতে সংরক্ষিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্যামেরা চালু হয়ে প্রার্থীর ছবি ধারণ করা হয়। ধারণকৃত ছবির সাথে ভোটার তালিকা ডেটাবেইজে সংরক্ষিত উক্ত ব্যক্তির ছবির সাথে মিলিয়ে Face Recognition System (FRS) এর মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করা হয়। একই পদ্ধতিতে নির্বাচনে প্রার্থীর প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর পরিচয় শনাক্ত হয়। পরিচয় শনাক্তকরণ ব্যতিত কোনো অবস্থাতেই সিস্টেমটি ব্যবহার করা যাবে না।

নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত প্রদানের জন্য অনলাইনে জামানত প্রদানের বিষয় অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষভাগে প্রার্থীকে জামানত প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পেমেন্ট গেটওয়ে সিস্টেম সিলেক্ট করে পছন্দসই প্রচলিত কার্যকর পদ্ধতি যেমনঃ মোবাইল ব্যাংকিং, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদির মাধ্যমে জামানত প্রদান করা যাবে।

৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সকল পদে সকল মনোনয়নপত্র শুধুমাত্র অনলাইনে গ্রহণ করা হবে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে উপজেলা নির্বাচন অফিসসমূহে যোগাযোগ করা যাবে। শেষ সময়ের অপেক্ষায় না থেকে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে মনোনয়পত্র দাখিল নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইটের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ফেসবুক পেজ Bangladesh Election Commission Secretariat এ দেখতে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।

#

শরিফুল/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭০

**৭শত পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করলেন শিল্পমন্ত্রী**

নরসিংদী, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন নিজস্ব উদ্যোগে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের ৭শত পরিবারের মাঝে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

মন্ত্রী আজ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রান্তিক এসব পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, জনবান্ধব বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নিয়মিত প্রান্তিক ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করা হয়ে থাকে। তবে আজকের এ ঈদ উপহার বিতরণ একান্তই আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এতে উপজেলার কোন অসহায় মানুষ বাদ যাবে না। কেউ ঈদ সামগ্রী পাবে, কেউ অর্থ পাবে।

মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাছিবা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নজরুল মজিদ মাহমুদ স্বপন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াশীষ রায়, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল মজিদ মাহমুদ সাদী, মনোহরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কাশেম ভূঁইয়া, জেলা পরিষদের সদস্য ইশরাত জাহান তামান্না, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সঞ্জয় রায়, মনোহরদী কলেজের সাবেক ভিপি সাকলাইন জাহাঙ্গীর স্বপন প্রমুখ।

পরে মন্ত্রী উপজেলার আনসার বাহিনীর সদস্যসহ অন্যান্য অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রতি প্যাকেটে ঈদ উপহার সামগ্রী হিসেবে ছিল চাল, সেমাই, সয়াবিন তেল, চিনি, মসুর ডাল, সাবান, শ্যাম্পু ও টুথপেস্ট। একইভাবে আগামীকালও বেলাবো উপজেলায় প্রান্তিক মানুষদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করবেন শিল্পমন্ত্রী।

#

ফয়সল/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩১০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৬৯

**বিলম্বিত রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন**

**জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত**

নিউইয়র্ক, ৫ এপ্রিল:

২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকট আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এরই মাঝে রাখাইন রাজ্যে পুনরায় শুরু হওয়া সশস্ত্র সংঘাত এ এলাকার রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে নতুন করে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। ‘রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর, বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের ওপর এর প্রভাব’ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে গতকাল আয়োজিত এক উন্মুক্ত বৈঠকে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

রাখাইন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করেন জাতিসংঘের রাজনৈতিক এবং শান্তি বিনির্মাণ বিষয়ক সহকারী মহাসচিব খালিদ১ খিয়ারি এবং মানবিক সহায়তা সমন্বয় অফিসের পরিচালক লিসা ডাউটন। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ছাড়াও সভায় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রদূত মুহিত তার বক্তব্যে বলেন, রাখাইনে সাম্প্রতিককালে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও ব্যহত হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হলেই আবার এ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি প্রত্যাবাসন ইস্যুতে প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শন এবং ২০১৭ ও ২০১৮ সালে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক প্রত্যাবর্তন চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাথে কাজ করার জন্য মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানান। এছাডা, রাখাইনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তনকারীদের রাখাইনে সফলভাবে পুনর্বাসনে সহায়তা করার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং আঞ্চলিক ও প্রতিবেশী দেশগুলোকে অর্থপূর্ণ এবং কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুরোধ জানান।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন ২৬৬৯ এর কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, রাখাইনে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণগুলি মোকাবিলা করা জরুরী যা মূলত মিয়ানমারের বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইনি ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্নিহিত। রাষ্ট্রদূত মুহিত আরো বলেন, এই অন্তর্নিহিত সমস্যাসমূহের সমাধান করা না গেলে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টাসমূহের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

 রাষ্ট্রদূত মুহিত মিয়ানমারে জাতিসংঘের উপস্থিতি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা এবং নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন ২৬৬৯ বাস্তবায়নের বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্টিং, রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং রাখাইনে সংকট সমাধানে বিভিন্ন সময়ে গৃহিত চুক্তি ও সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দেন। উপরন্তু, তিনি মিয়ানমারের অন্য সকল জাতিগোষ্ঠির মত রোহিঙ্গারাও যেন সমাজে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে লক্ষ্যে উপযুক্ত এবং টেকসই পরিবেশ তৈরিতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের যথাযথ ভূমিকার ওপর জোর দেন।

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশ যে নেতিবাচক সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত রাখাইন পরিস্থিতির প্রতি নিয়মিত দৃষ্টি রাখা এবং রোহিঙ্গা সংকটের একটি পূর্নাঙ্গ ও টেকসই সমাধানে দ্রুত ও অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য প্রদানকারী অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ মিয়ানমারে সম্প্রতি সংঘাত ও সহিংসতা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে রাখাইন সংঘাতের মূল কারণগুলো মোকাবিলায় সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সকল বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিরাপদ, টেকসই এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান। বক্তাগন নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন ২৬৬৯ অনুযায়ী মিয়ানমারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘ ও আসিয়ানের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানান। দশ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলদেশ যে মানবিক নেতৃত্বের নিদর্শন রেখে যাচ্ছে, বক্তাগন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা নিরাপদে নিজ গৃহে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

#

কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২৪/১৪৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৮

**এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করতে পরিত্যক্ত পলিথিন ও ডাবের খোসা কিনে নিবে ডিএনসিসি**

 **-মেয়র আতিকুল ইসলাম**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেছেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় শহরজুড়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এডিস মশার প্রজনন স্থল এবং পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ পরিত্যক্ত পলিথিন, চিপসের প্যাকেট, আইসক্রিমের কাপ, ডাবের খোসা, অব্যবহৃত টায়ার, কমোড ও অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি জনগণের নিকট হতে নগদ মূল্যে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের কার্যালয়ে গিয়ে যেকেউ এসকল দ্রব্যাদি জমা দিয়ে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের ক্রয়কৃত এসকল পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা নিকটবর্তী এসটিএস (সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন) এ অপসারণ করবে। তিনি আরো বলেন, জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রতিটি ওয়ার্ডকে পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে জনগণের অব্যবহৃত এসব দ্রব্যাদি যত্রতত্র ফেলা বন্ধ হবে।

মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম গতকাল রাজধানীর গুলশানে নগর ভবনের হলরুমে ডিএনসিসির আলোচনা সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

মেয়র বলেন, ঈদের পর থেকেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে জনগণকে সচেতন করতে ক্যাম্পেইন শুরু করা হবে। এছাড়া, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, ইমাম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবাইকে নিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় সভা করতে হবে ও সচেতনতামূলক র‍্যালি করা হবে। তিনি আরো বলেন, সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওষুধ প্রয়োগ করা ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা জরুরি৷ জনগণের মাঝে বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে এডিসের লার্ভা যেন জন্মাতে না পারে। সেজন্য নিজেদের ঘরবাড়ি, অফিস পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ছাদে, বারান্দায়, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা, মাটির পাত্র, খাবারের প্যাকেট ও অব্যবহৃত কমোড এগুলোতে পানি জমতে দেয়া যাবে না।

সভায় কাউন্সিলরদের সম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ও সেগুলো সংগ্রহের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। চিপসের প্যাকেট ও সমজাতীয় প্যাকেট ১০০টি ১০০ টাকা, আইসক্রিমের কাপ, ডিসপোজেবলব গ্লাস ও কাপ ১০০টি ১০০ টাকা, অব্যবহৃত পলিথিন প্রতি কেজি ৫০ টাকা, ডাবের খোসা প্রতিটি ২ টাকা এবং মাটি, প্লাস্টিক, মেলামাইন ও সিরামিক ইত্যাদির পাত্র প্রতিটি ৩ টাকা, পরিত্যক্ত টায়ার প্রতিটি ৫০টাকা, কনডেন্সড মিল্কের কৌটা, পরিত্যক্ত কমোড ও বেসিন প্রতিটি ১০০ টাকা এবং অন্যান্য পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি প্রতি কেজি ১০ টাকায় কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঈদের পরে কাউন্সিলরের কার্যালয় থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত কোনো স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মী ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক-কর্মী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে এককালীন অনুদান ৮ লাখ টাকা প্রদানের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত সকল দৈনিক মজুরিভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক-কর্মীর পবিত্র ঈদ, দূর্গা পূজা, বড়দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে উৎসব ভাতা ৩ হাজার টাকার স্থলে ৫ হাজার টাকা উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় ডিএনসিসির সচিব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিকের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগে. জেনা. মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগে. জেনা. ইমরুল কায়েস চৌধুরী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফিদা হাসান, ডিএনসিসির সকল বিভাগীয় প্রধান ও ডিএনসিসির কাউন্সিলরবৃন্দ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মকবুল/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৬৭

**কড়াইল বস্তির অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ফ্যামিলি কিটস্ বক্স বিতরণ করলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের ‘চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি), প্রকল্প ফেইজ-২’ ও ইউনিসেফের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০৫ পরিবারের মধ্যে ফ্যামিলি কিটস বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে গতকাল রাজধানীর বনানীতে টিএন্ডটি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, কড়াইল বস্তির অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার রয়েছে। যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। পাশাপাশি সিএসপিবি প্রকল্প থেকেও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ২৪/০৩/২০২৪ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় বেদে বস্তি, ১ নং গেইট বনানীতে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। এতে মোট প্রায় ৩০০টি পরিবারের শিশুসহ প্রায় ১২০০ (শিশু- ৪৫০ জন, তৃতীয় লিঙ্গের-১৬ জন) জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত অগ্নিকান্ডে সমাজসেবা অধিদপ্তর এর অধীন সিএসপিবি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত একটি সমাজভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কমিটির কার্যালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ১ টি শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়ে যায়।

অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়ার সাথে সাথে সিএসপিবি প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশনায় প্রকল্পের ২০ জন শিশু সুরক্ষা সমাজকর্মী ও ০২ জন সাইকো-সোস্যাল কাউন্সেলর, হেড অফিসের কর্মকর্তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় অদ্যাবধি কাজ করে যাচ্ছে।

গত ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও সিএসপিবি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় মোট ১০১ টি শিশুর পরিবারকে প্রাথমিক ভাবে ৫০০/- টাকা হারে মোট ৫০,৫০০/- (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এরপর ০৩/০৪/২০২৪ তারিখে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় কেস ম্যানেজমেন্টের আওতায় ২০০ টি শিশুর পরিবারকে ৫০০/- টাকা হারে মোট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। মোট ৩০১ জন শিশুর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরে মন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ফ্যামিলি কিটস্ বক্স হস্তান্তর করেন।

#

জাকির/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৪১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৬

**পঞ্চগড়ে সাফজয়ী ৬ নারী ফুটবলারকে সংবর্ধনা**

রংপুর, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

পঞ্চগড়ে সাফজয়ী ৬ নারী ফুটবলারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল পঞ্চগড় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জহুরুল ইসলাম।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের কৃতী খেলোয়াড় নুসরাত জাহান মিতু ও তৃষ্ণা রানী এবং সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপের কৃতী খেলোয়াড় ইয়ারজান বেগম, শিউলী রানী, বৃষ্টি রায় ও আলপি আক্তারকে সম্মাননা স্মারক, ফুলের তোড়া ও ঈদ উপহার তুলে দেয়া হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সাফজয়ী এ ৬ নারী ফুটবলার জাতির রত্ন। তাদের সফলতায় দেশবাসী গর্বিত। তারা দেশের সম্পদ। দেশের নারী নেতৃত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ খেলোয়াড়েরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন, এটাই প্রত্যাশা। এছাড়া, পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন নারী ফুটবলারদের যেকোনো সমস্যায় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে পঞ্চগড়ের পুলিশ সুপার এস এম সিরাজুল হুদা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মামুন/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৬৫

**রংপুরে ঈদুল ফিতরে যাত্রী সাধারণের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে মেট্রোপলিটন সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত**

রংপুর, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সড়কপথে যাত্রী সাধারণের চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ও বিআরটিএ বিভাগীয় কার্যালয় যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ মনিরুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন।

সভায় সড়কপথে যাত্রী সাধারণের চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ঈদকে সামনে রেখে রংপুর মেট্রোপলিটন সড়ককে যানজটমুক্ত রাখাসহ সড়কের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ কমিশনার সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রংপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মামুন/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৪

**আসন্ন ঈদুল ফিতরে যাত্রী সাধারণের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত**

রংপুর, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সড়কপথে যাত্রী সাধারণের চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মাহবুবুর রহমান।

সভায় ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সড়কে যাত্রী সাধারণের চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক যানজটমুক্ত রাখা ও ফিটনেসবিহীন ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক সড়কে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সভায় সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, পরিবহণ মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মামুন/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৪০৬৩

**পবিত্র লাইলাতুল কদর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল **৬ এপ্রিল** পবিত্র লাইলাতুল কদর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “মহিমান্বিত রজনি পবিত্র লাইলাতুল কদর উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

লাইলাতুল কদর এক অতিশয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত পবিত্র রজনি। সিয়াম সাধনার মাসের এই রাত্রিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানবজাতির পথ নির্দেশক পবিত্র আল-কোরআন পৃথিবীতে নাযিল করেন। মহান আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন, ‘নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে। আর কদরের রাত সম্বন্ধে তুমি কি জানো? কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতারা ও রুহ [জিবরাইল (আঃ)] অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় সে রাত বিরাজ করে ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।’ (সূরা আল-কদর, আয়াত ১-৫)

কদরের রজনির অপার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আদ-দুখানে বলেছেন নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) এক মুবারকময় রজনিতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালা হয় ৷

মহান আল্লাহ তায়ালা লাইলাতুল কদরের রজনিকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন। হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও এ রাতের ইবাদত উত্তম। এই রাতে আল্লাহর অশেষ রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হয়। পবিত্র এই রজনিতে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। অর্জন করতে পারি তাঁর অসীম রহমত, বরকত ও মাগফিরাত।

পবিত্র লাইলাতুল কদরের রজনিতে দোয়া করি মহান আল্লাহ যেন আমাদের সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, হানাহানি ও কুসংস্কার পরিহার করে মানবকল্যাণ ও দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করেন।

পবিত্র এই রজনিতে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর উন্নতি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১২০৪ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬২

**পবিত্র শবেকদর উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ৬ এপ্রিল পবিত্র শবেকদর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অপার সুযোগ নিয়ে বরকতময় পবিত্র শবেকদর আমাদের মাঝে সমাগত। মহিমান্বিত এই রজনিতে আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দেশবাসীসহ সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য মাগফেরাত ও কল্যাণ কামনা করছি।

পবিত্র লাইলাতুল কদর মানবজাতির জন্য অত্যন্ত বরকত ও পুণ্যময় রজনি। অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ এ রাতকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে হাজার মাসের চেয়েও বেশি ইবাদতের পুণ্য লাভের সুযোগ এনে দেয় এ রাত। পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে। তাই মুসলিম উম্মার নিকট শবেকদরের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত অত্যধিক। এই মহিমান্বিত রজনি সকলের জন্য ক্ষমা, বরকত, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনুক-মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করি।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামের সুমহান আদর্শ আমাদের পাথেয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে করোনা মহামারি, সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ, অভাব-অনটনসহ বিভিন্ন কারণে হাজার হাজার মানুষ অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। আসুন শবেকদরের এই পবিত্র রজনিতে আমরা এ সকল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অশেষ রহমত ও বরকত কামনার পাশাপাশি দেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাই। সমগ্র বিশ্ব মানবজাতির জন্য শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠুক। মহান আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমিন।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ